Registred No15

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ৪ ঠা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার সন১২৭৯ সাল ইং ১৮জুলাই ১৮৭২খৃঃ অব্দ } ২৩ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা ॥

কলিকাতা

৪ ঠা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১২৭৯।

আমরা বর্ত্তমান মাসের "রহস্য সন্দর্ভ" প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে সাতটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং আমেরিকার অন্তর্গত চিকাগো নগরের একটী ছবি আছে। আমরা বর্ত্তমান খণ্ড পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। রহস্য সন্দর্ভের পূর্ব্বেকার ভাষা সাধারণের তত বোধগম্য হইত না, কিন্তু এবার সম্পাদক এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। আমরা শুনিলাম ইহার গ্রাহক সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহা স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। আমরা ভরসা করি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা সম্পাদককে এই হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত আর ক্ষতি গ্রস্থ হইতে দিবেন না।

মফস্বলে অনেক দরিদ্র বালক গ্রাম্য স্কুল হইতে ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া কলিকাতার মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসে অধ্যয়ন করিতে আইসে। তাহারা নিতান্ত অনন্য উপায় এবং কেবল কোন মহৎ ব্যক্তি তাহাদের আশ্রয় দিবেন এই ভরসায় কলিকাতায় উপস্থিত হয়। ছাত্রবৃত্তি কি অন্য কোন উপায়ে তাহাদের কালেজের বেতন ও বস্ত্রাদির ব্যয় একরূপ চলে। মেডিকেল কালেজের বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রগণ প্রায় পুস্তক কিনে না। হাতে লিখিয়া বহির কার্য্য নির্ব্বাহ করে ॥ তাহাদের কেবল চারিটি আহারের অপ্রতুল। বাবু দিগম্বর মিত্র এইরূপ নিরুপায় ছাত্র দিগের অনেকের আহারের ভার লইয়া থাকেন, কিন্তু কলিকাতায় আরো এত বড় মানুষ আছেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে আর কেহ এরূপ ছাত্র দিগের প্রতি কটাক্ষ পাত করেন না। ১০ জন বড় মানুষ যদি প্রত্যেকে ১০ জন ছাত্রের আহারের ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রত্যেকে মাসে ২৫।৩০ টাকা ব্যয় দ্বারা হয় ত ১০০ টি পরিবারের অন্ন কষ্ট দূর করিতে পারেন। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি যদি ফ্যামিলী এন্নুইটি ফণ্ড সংস্থাপন না করিয়া দশজন বড় মানুষের এই বিষয়ে প্রবৃত্তি লওয়াইতেন তবে একটি কাজ হইত।

সেস কর সম্বন্ধীয় জরিমানা দ্বারা ২৪ পরগণার জমিদারেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুধু জমীদারেরা নন, যাহাদের কিছু ভূসম্পত্তি আছে তাহাদেরও অনেকের জরিমানা দিতে হইতেছে। সুধু জরিমানা টাকা জমা দেওয়ার নিমিত্ত এখানে ৫০ টাকা বেতনে একজন কেরাণী নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার হাতে এত কাজ যে তিনি একা তাহা নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এখানকার সেস কলেকটর এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহার পরামর্শ বোর্ডের নিকট চাহিয়া পাঠান এবং সেখান হইতে আমরা শুনিলাম আইন মত কাজ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে। সেস করের অত্যাচার কেবল এই আরম্ভ। যদি বোর্ড এই রূপ কড়া হুকুম বরাবরি দেন, তবে দেশ গেল। ফল আমরা একটী দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য হইতেছি। অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ২৪ পরগণার জমিদারদের বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও ক্ষমতা বেশি এবং তাহারা এই অত্যাচার নিশ্চিন্তায় সহ্য করিতেছেন। এরূপ অত্যাচারের কি কোন উপায় নাই? সেস করের আইন দ্বারা যদি এই রূপ অত্যাচার সংঘটিত হয়, তবে তাঁহারা কেন সকলে একত্রিত হইয়া ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান না হন? এরূপ অত্যাচার যে আইন কর্ত্তৃক হইবে, সে আইন রদ করিবার নিমিত্ত যদি ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তাহাও জমিদারগণের করা কর্ত্তব্য। ফল এরূপ কড়া হুকুমের সঙ্গে সেসকর আদায় হইতে থাকিলে গবর্ণমেণ্ট শেষ ইহা রহিত করিতে বাধ্য হইবেন। এই আইন কর্ত্তৃক অত্যাচার হইবে আশংঙ্কা করিয়া অনেক স্থলে সহস্র২ লোক একত্রহইয়াছে। কৃষ্ণনগরে প্রায় ৫০ হাজার প্রজা শেসের বিপক্ষে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দরবার করিবার উদ্যোগ করে। যখন লর্ড নর্থ ব্রুক এদেশে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই সময় সহস্র২ প্রজা সেস কর প্রভৃতির অত্যাচার নিবারণ চেষ্টায় তাঁহার নিকট ধন্না দেওয়ার উদ্যোগ করে, এক্ষণ যেরূপ অত্যাচার হইতেছে এরূপ যদি চলিতে থাকে, তবে সেস কর উঠানের নিমিত্ত প্রজারা প্রকৃত গবর্ণমেণ্টকে ধরিয়া বসিবে, ও তাহা হইলে কি সেস কর থাকিবে? ফল শুদ্ধ সেস কর নয়, আমাদের দেশে একেবারে শত সূর্য্য উপস্থিত হইতেছে। ক্যাম্বেল সাহেব ক্রমে গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি স্কুল গুলি উঠাইলেন, সেপটেম্বর মাসে ষ্টিফিন সাহেবের মনস্কামনা সিদ্ধি হইতে আর হইবে, আগামী শনিবারে যে মিউনিসিপাল আইন দ্বারা দেশ সমেত লোক ভয়ে ঐক্য হয়, তাহাও বিধি বদ্ধ হইবে।

নীল কুঠিয়াল গণের অত্যাচার পূর্ব্বাপেক্ষা যে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে সে বিষয় আমাদের ক্রমে বিশ্বাস হইতেছে। আমরা এসম্বন্ধে বিস্তর পত্র প্রাপ্ত হইতেছি, এবং অনেক জমিদারও এবিষয়ে কিছু লেখার নিমিত্ত আমাদিগের নিকট সময় সময় তাহাদের আমলা পাঠাইয়া থাকেন। যে মহকুমায় নীল কুঠিয়াল সাহেব আছেন, সেখানেই গবর্ণমেণ্ট প্রায় ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন। ইংরাজেরা সবডিবিসনে প্রেরিত হইয়া এক রূপ বিজন কাননে নির্ব্বাসিত হন। তাহারা কতক পদগৌরব কতক জাতি অভিমান এবং কতক অহঙ্কার এবং কতক বিভিন্ন আচার ব্যবহার নিমিত্ত বাঙ্গালি দিগের সঙ্গে মিসিতে পারেন না। ইহারা অনেকেই প্রায় অবিবাহিত; সুতরাং অনেক সময় অনেচ্ছায়ও ইংরাজ কুঠিয়াল দিগের সঙ্গে ইহাদের মিসিতে হয়। কুঠিয়ালেরা প্রায়ই অত্যাচারী অথবা অত্যাচার না করিলে তাহাদের কুঠিতে ইচ্ছা মত লাভ হয় না, সুতরাং তাহারা এই সুযোগে এদেশীয় প্রজার বিপক্ষে হাকিম দিগের মনে কুসংস্কার জন্মাইবার যত্ন করেন। সবডিবিসনে যে সমুদয় হাকিম প্রেরিত হন, তাঁহারা প্রায় নবাগত সিবিলিয়ান। তাঁহাদের এদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রায় বাঙ্গালি বিদ্বেষী সম্বাদ পত্র এবং কুঠিয়ালেরা প্রজার বিপক্ষে যা তাহা তাঁহারা অনায়াসে বিশ্বাস করেন। ভিন্ন কটন প্রভৃতি অনেক গুলি নিচাশয় লোক স্বভাবত নিরুপায় প্রজার উপর নিষ্পীড়ন করিতে ভাল বাসেন ও ইহা দ্বারাও প্রজার প্রতি অত্যাচার হয়। যে জন্যেই হউক, ইহা কর্ত্তৃক যে প্রজাদিগের নানা রূপ ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যখন এই রূপ অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন প্রজারা কুঠিয়াল দিগের বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং কুঠিয়ালেরা কিছু দমন হয়, অনেক কুঠি সেই গোলযোগে বন্ধ হইয়া যায়। কুঠিয়ালেরা অত্যাচারের যে কি ফল তাহা এই রূপ শিক্ষা করিয়া আবার কি সাহসে প্রজা পীড়ন করেন তাহা আমরা বুঝিনা। সে যাহা হউক, যাঁহারা প্রজার মিত্র তাঁহারা এক কাজ করুন। নীলকুঠিয়ালগণের অত্যাচার গুলি যাহাতে গবর্ণমেণ্টের গোচর হয় এবং প্রমাণ হয় তাহার তদ্বির করুন। আমরা যদি শুধু লিখি যে, নীল কুঠিয়াল গণ প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণ পাত না করিবে কিন্তু মাত্র অন্যায় কাজ করেন না। কিন্তু প্রামাণিক ঘটনা গুলি যদি গবর্ণমেণ্ট শুনেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহার প্রতি বিধান হইবে। ক্যাম্বেল সাহেব প্রজার বন্ধু বলিয়া আমাদের কতক বিশ্বাস আছে, অত্যাচার প্রকৃত হইতেছে একথা তিনি শুনিলে নীল কুঠিয়াল গণ আর কখনই অপ্রতিহত ভাবে অত্যাচার করিতে পারিবেন না। সেবারে যখন নীলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন জয়রাম পুরের উৎসাহী প্রজারা তাহার পথ প্রদর্শক হন। এবার সেই জয়রাম পুরের প্রজার হিতার্থে একটী সভা বসিয়াছে। তাঁহারা যত্ন করুন এবং আমরা ভরসা করি তাঁহারা আবার প্রজা কুলকে রক্ষা করিয়া ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদের ভাজন হইবেন।

সাতক্ষীরার জমীদার বাবু প্রাণনাথ রায় চৌধুরী গত রবিবার অপরাহ্ণ মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমরা ইতিহাস পাঠে একটী আশ্চর্য্য নৈসর্গিক নিয়মের বিষয় অবগত হই। এক এক সময় এক এক জাতীয় প্রধান মানব জন্ম গ্রহণ করেন। প্রাণনাথ বাবু, বাবু রাম রতন রায় এবং টাকির কালিনাথ বাবু সমকালীয় ব্যক্তি। স্বীকার্য্য যে ইহাঁরা অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত দেশে না জন্মিয়া অপর কোন রাজ্যে অবতীর্ণ হইলে ইহাঁরা রাজ পদাভিষিক্ত হইতেন। বাবু রাম রতন ও বাবু কালীনাথ ভারি অদৃষ্টপন্ন ছিলেন ইহাঁরা, বিশেষত রাম রতন বাবু, যখন তাঁহাদের পৃথিবীর সুখ ভাণ্ডার পরিপুর্ণ হয়, তখনই এখান হইতে অন্তধ্যান করেন। প্রাণনাথ বাবু এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত দুরদৃষ্টপন্ন। ইনি ক্রমে শারীরিক ও মানসিক নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহার মত উদার চরিত্র, ক্ষমতাবান ব্যক্তি এদেশে অল্প জন্মিয়াছেন। ইনি অকাতরে স্বজন প্রতিপালন করিতেন। ইহাঁর জমিদারী যে রূপ বিশৃঙ্খল পড়িয়াছে, ইনি দীর্ঘ আয়ু বশতঃ বার্দ্ধ- যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন, এবং শোক যেরূপ জর্জ্জরীভূত হইতে ছিলেন, তাহাতে তাঁহার মানব লীলা সম্বরণ করা সুখের বিষয় ভিন্ন আর কিছু হয় নাই। আমরা শুনিলাম ইহাঁর মত দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী একালে আর দেখা যায় না।

বাঙ্গালার শাসন প্রণালী।

লড ক্লাইব নানা উপায়ে বাঙ্গলায় ইংরাজ অধিকার পরিবর্দ্ধিত করিলে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এখানে গবর্ণর জেনারলের পদটির সৃষ্টি হয় এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে প্রথম নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এই সময় অপেক্ষাকৃত ইংরাজাধিকার অনেক পরিমিত ছিল। কিন্তু তত্রাচ মহারাষ্ট্রীয় গণ, হাইদার আলী, কার্ণাটের নবাব প্রভৃতির সঙ্গে অহোরহ রাজ্য সংক্রান্ত নানা রূপ গোলমাল উপস্থিত হইত বলিয়া এই উভয় স্থলে দু জন স্বতন্ত্র গবর্ণর নিযুক্ত হন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ কলিকাতা হইতে অনেক দূর, কাজেই বাঙ্গলার গবর্ণর জেনারল তথাকার কার্য্য সমুদায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, কিন্তু ইংরেজেরা ক্রমেই ভারতবর্ষে অধিকার বাড়াইতে লাগিলেন। শেষে গবর্ণর জেনারলের হাতে এত কাজ আসিয়া পড়িল যে তিনি বাঙ্গলার শাসন কার্য্য সমুদায় নির্ব্বাহ করিবার যথা প্রয়োজন সময় পাইতেন না, এই জন্যে ১৮৪০ খৃঃ অব্দে লর্ড এলেনবরা বাঙ্গলার রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাঁহার অধীনে এক জন ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। লর্ড ড্যালহাউসীর শাসন কালে ইংরাজাধিকার ভারতবর্ষে আরো বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং গবর্ণর জেনারেলের বাঙ্গলার রাজ শাসন নির্ব্বাহার্থে অতি অল্প সময় পাইবার সম্ভাবনা থাকিল। কাজেই তথাকার ডেপুটি গবর্ণরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল এবং ড্যাল হাউসী ডেপুটি গবর্ণরের পদটি উঠাইয়া দিয়া তৎপদে এক জন লেপ্টনান্ট গবর্ণরকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙ্গলার সমুদয় ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। তবে গবর্ণর জেনারলের অধীনে থাকিয়া তাঁহার সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই রূপে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে হালিডে সাহেবকে প্রথম লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করা হয়। লর্ড ড্যাল হাউসির শাসন হইতে একাল পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে সমুদয় কার্য্য চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহাতে সময়ই অনেক গোল উপস্থিত হয়। লেপ্টনান্ট গবর্ণর না স্বাধীন, না সম্পূর্ণ অধীন, অথচ তাঁহার হাতে যত বড় রাজ্য, ভারতবর্ষে এত বড় রাজ্য আর কোনটিও নয়। বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর ও আসাম এত গুলি দেশ বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ছত্রিশ হাজার অর্থাৎ ইংলণ্ড হইতে চারি গুণ, প্রুশিয়া হইতে আড়াই গুণ, ও ফ্রান্স হইতে প্রায় দেড় গুণ বেশী। সম্প্রতি যেরূপ জানা গিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার অধিবাসী সংখ্যা ছয় কোটি, তাহা হইলে ইংলণ্ড অপেক্ষা তিন গুণ, প্রসিয়া অপেক্ষা পাঁচ গুণ ও ফ্রান্স অপেক্ষা সাত গুণ লোক বাঙ্গালায় বাস করিয়া থাকে। আবার ইহাতে কত ভিন্নই জাতি বাস করিয়া থাকে। এক দিকে অসভ্য কোল, ল, অপর দিকে উন্নতিশীল বাঙ্গালী ও সুসভ্য ইউরোপীয়। এই সকল বিবিধ প্রকার লোকের মনস্তুষ্টি করিয়া লেপ্টনান্ট গবর্ণরের কাজ করিতে হয়। এত বড় ও এরূপ একটি লোক পূর্ণ রাজ্যের ভার তাঁহার উপর, অথচ তাঁহার ক্ষমতার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। অনেক সময় তিনি জানিতে পারেন না কোন্ ভারটি তাঁহার এবং কোন্টি বা গবর্ণর জেনেরেলের। অনেক সময় শাসন সম্বন্ধে পরস্পরের অধিকার লইয়া বিবাদও উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত যদিও বাঙ্গলা ভারত রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, লোক পূর্ণ ও উন্নত, কিন্তু তবু ইহার প্রতি তাদৃক মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই নিমিত্ত অনেক সময় লেপ্টনেন্ট গবর্ণর নিজ শাসনাধীন দেশের উপর উদাস ভাব দেখাইতে বাধ্য হন। সার ফ্রেডিরিক হ্যালিডে যখন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ছিলেন তখন গবর্ণর জেনেরেলের কাউন্সেলের মেম্বর গ্রাণ্টসাহেব তাঁহাকে কত বার বাধা দিয়াছেন, আবার সার পিটার গ্রাণ্ট যখন উক্ত পদে নিযুক্ত হইলেন তখন সার বর্টল ফেরার কর্ত্তৃক তিনি কত বাধা প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলায় পরম হিতকারী বিডন সাহেব ও গ্রে সাহেব এই রূপে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কেবল ক্যাম্বেল সাহেব সম্বন্ধে অন্যরূপ ভাব দেখা যাইতেছে। ইহার সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন গোলযোগ নাই, কিন্তু বাঙ্গলার কি দুর্ভাগ্য, যদিও এ দিকে সুশৃংখল হইয়াছিল, কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেবের গুণে বাংলার অবস্থা যে সেই থাকিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলার কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নাই।

THE case of Babu Dino Nath Burroa furnishes only one out of innumerable instances how they do things in the muffosil; and how they may do, after they are furnished with the formidable powers provided in the new Procedure Code. Babu S.C. Banerjea Law lecturer was not allowed by Major Clarke to appear and to plead on behalf of Babu Deeno Nath, but the matter was referred to Col Agnew and Mr. Clarke was deservedly snubbed and Babu Shorot allowed to plead. We are however informed that Col Agnew has demanded an explanation from major Clarke, and quashed the illegal proceedings of the Deputy Commissioner. We are also informed that the matter has been reported to the High Court by him.

WE have angered our contemporary of the *Pioneer* by stating that Englishmen ought to be eternally grateful to the Bengallees for the gift of a magnificient Empire. The *Pioneer* may now certainly sneer at the fact and refuse to admit the obligation; but Clive certainly thought otherwise. The fact was simply this: the people of Bengal irritated beyond endurance by the inhuman tyrrany of the Nabob invited the English to deliver them, and it was chiefly through their instrumentality that the battle of Plassey was won. If Meer Jaffer had been firm, if Bengallees had remained true, we do not know what would have been the result of the struggle. Those Englishmen who deny the good offices of Bengallees in this business are either ignorant or ungrateful.

Fifteen gentlemen have been appointed members of the road cess committee Jessore, of whom 5½ are Government servants. The ½ represents an able individual who is the manager of a zemindaree under the supervision of Government. So the magistrate has not only taken the fullest advantage of the provision but has taken something more. Of the lay members, two reside in the metropolis, one in his zemindaree at a distance of full one day's journey from the Town, three are Europeans and with the exception of one none resides in the sudder station While all the Government members are necessarily residents of the Town. We predicted niether more nor less. The cess committee is a sham delusion.

The following is the reply of the Viceroy to the address of welcome by the Krishnagore People's Association.

I am directed by His Excellency the Vice-

and Governor general to acknowledge the receipt of your letter of the 25th instant enclosing an address from the Nuddia People's association.

I beg that you will convey to the members of the association, the expression of His Excellencys thanks for the welcome which they have accorded to him

---

EDUCATION OR IGNORANCE—The members of the British Indian Association have clearly shown that the State has not as yet done enough for the cause of High education in Bengal, that the Parliament pay much more to few colleges in Ireland than the India Government does to the whole province of Bengal though the population of the latter is about eight times more than that of the former. Then as to mass education, the memorialists show that the grant for high education does not much exceed the grant for mass education, considering that the professors of Colleges and High schools are imported from England with a high pay. Moreover Government purposes to levy something like an education cess through the new municipalities which are to be sown broad cast all over the land and this shall be purely for the spread of elementary education. And thus the memorialists strongly urge that when the people are going to pay a separate tax for elementary education why is again high education taxed for that purpose? Of course Mr. Campbell has all along asserted that he is a great friend to High education, that he has not at all injured the cause of English education, but it seems the facts were so strong against him that the people did not choose to believe those assertions though they were made by the Ruler of 60 millions, and the British Indian Association without ever alluding to those frequent hollow assurances of Mr. Campbell took it as an indisputable fact that Government did not mean well of English education in Bengal and founded their arguments accordingly. But what avails arguing or protesting if the Government is determined to carry out its favorite policy? Is Government sincere or insincere? If insincere how will you convince or move it when its interest is not to be convinced or moved? You can easily awake a sleeping man, but never a man who feigns himself asleep. But if sincere, how will you persuad it to believe that it is pursuing a wrong policy? You have no data neither has the Government to come to a right conclusion how the state grants for Education are to be divided. You claim more or the usual allotment for English education, the Government claims more for elementary education, how are these claims to be adjusted? You call the Government insincere, and the Government calls you selfish and there the matter ends. Then again whatever you might say in favor of high education, Government has one answer, and that a complete one. What would you say to the reply, "very sorry, but no money?" Are you prepared to receive another tax for English Education? If you are, admit the fact, and Government if sincere will most readily tax you and willingly spend a portion of it to further the cause of English education, and if insincere, will tax you as readily and spend all in teaching you the arts of surveying, writing, and salaaming. The great difficulty is that we have no rejoinder to the "no money" reply of Government. The money is ours and created by us no doubt, but it is spent by others who again do not render any accurate account to us. Even if we detect defect in the account, or extravagance in a particular department, we have no control whatever upon the expenditure of our money. We would no doubt say, reduce the police and give us education, reduce the number of Civilians, or European soldiers and give us education, but no body would hear us. There is only one vulnerable point in the British India Government. Explain to it the actual state of the public feeling and you make it attentive; convince it thoroughly that a deep and sullen discontent prevails throughout the country and you make it pliant. Lord Northbrook is universally believed by our countrymen to be a better man, but even Lord Mayo would not like to convert a peaceful, contented, and loyal population into a turbulent, discontented and disaffected one. Let the protest be from *all* parts of the country and *all* classes of the people, and we dare say even if Lord Northbrook, the joint author of our Educational Charter, fails us, the English people will not fail us. The question even now occurs in our mind what if Lord Northbrook does turn a deaf ear to our remonstrance? The thought chills our blood and occasions a feeling of despondency. It is not a matter of this tax or that law, but of national education, the most important question which a nation has to deal with. If Lord Northbrook adopts Mr. Campbell's policy what then? Should we give ourselves up for lost and gradually fall back towards barbarism, darkness, ignorance, superstition and ruin or struggle for our dearest interests? There will be yet one way left. The people of Bengal are intelligent, civilized, and eager to learn, for education they are always prepared to make a great deal of sacrifices. They are not an indolent nation, nor they are extravagant, and luxurious, they toil from morning to evening, they lead a most simple life, live most frugally and poorly yet they are unfortunately the poorest nation upon the face of the earth. They cannot provide for the education of their children in the way government wishes them to do. They already pay a large sum which, poor as they are, presses upon them severely and they cannot pay more. They have to maintain an expensive and absentee Government and after paying all its demands and paying for the bare necessaries of life, they can hardly meet the existing demands upon them for educational purposes, more they certainly cannot pay. England does not help India, as she does her other subject countries, on the contrary she draws from India annually a very large sum of money. The Government again is very indigent. It has to maintain a large military establishment to keep the people in awe of its power and authority. It has to keep up an extravagant commissiriat to keep the military department contented it has to keep up a large police force to keep crime, criminals and the people down, it has to import highly paid civil servants from England to govern the country according to its pleasure and help a large number of Englishmen, it has to pay liberal pensions, and allowances to make the service in India tempting to the British people, it has to keep up shows and durbars for political purposes, and India has to maintain a Home Government; and after all these, it can scarcely give liberal grants for the education of the people. The nation poor, the government is poor and ther is the probability of the people's who were rising rapidly in the scales of civilization falling back again in their pristine barbarism and ignorance. Have we not a good cause to appeal to the generosity of England to help us in this difficulty? England liberated the slaves with whom it had no concern, but we are England's own people, we have served to enrich her, our lives and liberty are completely at its mercy, Providence has commited the destiny of a vast population to her care, we have thus some claim upon the the consideration of the English people. England is the richest and India is the poorest country in the world. Englishmen are our masters, and we are their slaves, to England therefore we must appeal when in difficulty. It is to the rich people of England therefore we must appeal to aid us, we must send men in England to collect subscriptions for the education of the people of India. We have great hopes of success, we have every hope that England shall come forward in such a good cause as is its wont to respond to the appeal of a nation. If we can procure adequate funds in England, good, if not we may as well send men to rich America, Germany and Russia, and we dare say, if we can properly explain our needs, and the cause of our inability to meet them we can move the hearts of good men of those countries. This is a proposal which we make in all seriousness. It is not merely made to fill up a column of a newspaper, but it is one which has met with approval in many high quarters. In short if Government does not or cannot meet the wishes of the people we must go a-begging for the education of our children. We have tasted its sweets, we have felt its advantages, we cannot forego easily such a blessing which alone can make us a nation.

THE MUNICIPALITY BILL—We have been defeated in every battle we have fought with Government since the transfer of the Empire to the Crown. Yes, the ryots obtained a partial and dearly bought victory over the indigo planters, but then the battle was not actually with Government. The honorable company had a master but the crown has none. If the company behaved ill we had an appeal to the crown but to whom shall we appeal if the crown behaves ill? The sepoys were suppressed and peaceful and loyal Bengal was taxed and disarmed. Since then measure after measure have been introduced almost all unfortunately antagonistical to native interests in spite of repeated and solemn protests from the whole nation. Thus we have fought and have been worsted in every fight. Only a few years ago the Bengallees were a happy nation, they enjoyed the confidence of their Rulers, and they confided in their Rulers. The prospect before them was cheerful, they saw progress, enlightenment and disenthralment before them and thanked the source from which it came. What a change within the course of 10 years? There was a promise that the natives shall enter the Civil service without passing the competitive examination, that promise remains unfulfilled. There was a promise that the control of the road

cess funds shall be largely with the natives, but practically the Government is very careful in its selection of the members of the cess committee so that the natives may have no hand whatever in the disposal of the funds. The safety of High education was promised, and that promise broken. It was in the beggining of this year His Honor promised a great boon to the people *i e* an institution to teach them self government, for said His Honor, "while institutions were despotic and you had no self government you could not have public spirit and you could not have patriotism." On the 20th of January, His Honor said in the council room that "he was sanguine that the difficulties might be overcome and that we should eventually arrive at efficient self goverment." And further on "the Bill did not increase the burdens of the people to any extent." But the amended bill shows no trace whatever of a provision for the elective system. Indeed, the Lieutenant Governor, if he chooses may introduce it to a certain extent to any municipality; so the Lieutenant Governor if he chooses may restore the colleges of Krishnagore and Berhampere to their original position. We want a better assurance. Then the Bill has increased the burdens of the people to a great extent. In January the Lieutenant Governor promises one thing, in July he offers another. Rulers of countries ought to be more careful of their statements. We do not know what the Lieutenant Governor means by self government or elective system but we know that the amended bill does not provide for either. The Lieutenant Governor (sect 12) shall appoint or cause to be elected commissioners or he will have power to delegate his authority. The Lieutenant Governor shall have power (sect13) to remove commissioners. One third of the commissioners may be Government servants (sect 14). The Lieutenant Governor may allow a *certain number* of commissioners to be elected by the ratepayers. (sect 15-) Magistrates shall always be the chairmen of these municipalities [sect 17] Section 31 provides that the Chairman shall have power to appoint and remove servants. And section 135 that inspectors shall be appointed by Government at the expense of these municipalities to look into the working of these institutions. Such are some of the sections which prove that if the Government was anxious to sow the seeds of self-government, it was more anxious that the seeds may not grow into plants. Then look again into sections 168, 169 170. If the commissioner fail to maintain roads or pay for police, to provide means for elementary education, the administration of such municipality shall be transfered to the magistrate. How just! If the commissioners fail to do their duty, the peeple must suffer for it. If the commissioners forced upon the people and not elected by them fail to do their duty, the people, who were compelled to accept them, will have to bear the consequences. This is municipal justice. THE Police as usual remains under the control of the chairman, while the final decision of the strength and pay of the police shall not remain with the people but with Government. We do not clearly see what new concessions have been made to the people, save that the number of taxes has been increased. The assurance of His Honor that taxes will not be increased yet remains to be considered. We shall try to do it in our next.

NATIVE ENGINEERS--When Government refuses to give posts of emolument to natives it does it for two reasons. It has a natural affection for a white skin and it has political purposes to serve. When government refuses to admit natives in the military department it does it for a transparent political purpose. The Civil service, the political department, the Police are filled up with white men for the same reason. A native magistrate of a district is but a traitor in the camp. The government cannot confide in him, niether can the government get any work from him without placing some confidence in him. So a native district superintendent of Police: he may have views of his own, he may not serve government heartily if it does any thing injurious to the interest of his country. It is this distrust which stands in the way of native advancement and promotion. But we have yet to know why is government so careful to close the engineering department from the natives. Of course engineers are also employed for military purposes, but in such matters European Engineers alone might be employed. What is the political danger in employing natives in constructing roads, and bridges, digging canals, preparing estimates and superintending such works? We see none, yet Government is very careful not to employ natives in the Engineering department. General Strachey in his evidence before the Finance commitee said "I have got a list here, and have been looking over it with reference to that, and I find that in the grades above the Executive Engineers, there are no natives at all; that is to say there are none as Chief Engineers or as Superintending Engineers. In the superior grades in Bengal, N. W. Provinces, Punjab, Oudh, Central Provinces, Burmah, Central India, Rajpootanah, Mysore, Coorg, Hydrabad, Behar, and Port Blair, 41 Europeans are employed. Of the Executive Engineers in these provinces 216 are employed, and of these 5 are natives, and the greater part of these 5 are in the lowest grade. There are 291 Assistant Engineers, and out of that number 31 are natives. There are 653 upper subordinates, and of that number 209 are natives. It would not give you a fair idea of the distribution of these, unless I further stated that among the natives both in the class of Assistants and upper subordinates, a greater number of natives are employed in Bengal than in any other provinces." Of course when such an astounding fact was stated the members inquired why the number of natives employed was so small. To this General Strachey had no other help but to reply that the natives cannot qualify themselves for the duties required in the various grades of the department. He could not say that the British India Government and its minister of Public works were partial to white skin, that it was the policy of government to keep the natives as far as possible from the doors of the department so he had no other alternative but to speak an untruth and lay the blame upon the shoulders of the dumb people of this country. He further says "we have not been able to induce natives to enter the Public Works department and particulary into the higher grades." It was well that this assertion was made amongst a people who are quite ignorant of the real facts of the case, but we dare say if it had been made here, the honester portions of his countrymen would have cried shame. General Strachey should have carefully examined the real state of affairs before unconsciously giving utterance to such untruthful statements. Is it not very funny that Government has been so long beseeching the people to enter the higher grades of the department without success? The cruel natives have all along according to General Strachey, heartlessly refused to respond to the importunate calls of government. Oh! the cruel natives.

মিউনিসিপাল বিল।

মিউনিসিপ্যাল আইন লইয়া এদেশে এত তর্ক বিতর্ক হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। যদি আমাদের দেশ ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় ধনশালী ও ক্ষমতাবান হইত তবে মিউনিসিপ্যাল বিল কর্ত্তৃক বিশেষ কিছু অনিষ্ট হইত বোধ হয় না, কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে উত্তম উদ্দেশ্য থাকিলেও স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় অমৃতে বিষ উৎপত্তি হইবে। বিলটি অত্যন্ত বৃহৎ এবং আর দুই দিনপরে যেখানে উহা বিধিবদ্ধ হইবে, সেখানে এ সম্বন্ধে এক্ষণ কিছু বলিতে যাওয়া বিফল মাত্র। তবে বিলের প্রধান অংশটী অর্থাৎ যে অংশে ট্যাক্সের বিষয় লিখিত আছে, আমরা তাহার সার নিয়ে গ্রহণ করিলাম। মিউনিসিপ্যাল কমিটি দ্বারায় ৮ রকম ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে অর্থাৎ [১] মনুষ্যের উপর (২) স্থাবর সম্পত্তির উপর (৩) গাড়ী ও পশুর উপর (৪) বাণিজ্য ব্যবসায়ের উপর (৫) উৎসবের উপর [৬] পণ্য দ্রব্যের উপর (৭) টোল ও পারাণি (৮) নৌকা নদীতে নঙ্গোড় করার উপর। ইহার সকল রকম কর এক স্থানে এক এক সময় বসিবে না এবং লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের অনুমতি ভিন্ন কোন রকম ট্যাক্স সংগৃহীত হইবেনা, কিন্তু ইহার একটি ট্যাক্স বসিলেই লোকের উপর অত্যাচার হইবে। এদেশের লোক চিরকাল মনুষ্যের উপর পাছে গবর্ণমেণ্ট কর নির্দ্ধারণ করেন এই আশঙ্কা করে, এবার কেবল ইহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট এ দেশ সংক্রান্ত হিসাব পত্র প্রস্তুতের এত যত্ন করিয়াও তাহা বিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই। গত জন সংখ্যা গ্রহণের সময় কেবল এই ভয়ে কোন পরিবারে কয় জন লোক তাহা অনেকে বলে নাই, সুতরাং এই করটী বসিলে লোক অত্যন্ত ভীত হইবে। যেদেশে পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলে স্বীয় পরিশ্রমে জীবন যাপন করে, সেখানে মনুষ্যের উপর ট্যাক্স বসান নিতান্ত অন্যায় হয় না, কিন্তু এদেশের পরিবার মাত্রে প্রায় দুই একজন উপার্জ্জন করেন, এবং আর সকলে বসিয়া আহার করেন, এদেশের রীতি অনুসারে প্রত্যেক

পরিবারে অনেক লোক অবস্থিতি করে, সুতরাং মনুষ্যের উপর কর বসিলে ভারি নিষ্পীড়ন হইবে এদেশে অনেকে অনন্য উপায় হইয়া অনেক পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাদের ভরণ পোষণ ছাড়া আবার তাহাদের নিমিত্ত ট্যাক্স দিতে হইলে অনেকে এ রূপ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইবেন। স্থাবর সম্পত্তির উপর ট্যাকসের যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতেও এত গণ্ডগোল হইবে যে তাহা বলা যায় না। নিয়ম হইয়াছে যে, যদি সম্পত্তির অধিকারীর নিকট ট্যাক্স আদায়ের সুবিধা না হয়, তবে উহাতে অবস্থিতি যে করিবে ও উহা যাহার দখলে থাকিবে তিনি ট্যাক্স দিবেন এবং খাজনা কি ভাড়া দেওয়ার সময় উহা কাটিয়া রাখিবেন। অনেকে অগ্রিম ভাড়া কি রাজস্ব দিয়া বাটীতে অবস্থিতি কি সম্পত্তি দখল করিয়া থাকেন, এমন অবস্থায় কি হইবে? আবার এমন হইতে পারে যে, মিউনিসিপ্যাল কমিটী গৃহবাসন্দার নিকট হইতে ট্যাক্স আদায় করিলেন কিন্তু গৃহস্বামী তাহার সে টাকা শোধ যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে গৃহ হইতে উঠাইয়া দিল, ইহারই বা কি প্রতিবিধান হইবে? গোরু ও গোরুর গাড়ীর উপর ট্যাক্স বসান নিতান্ত অন্যায়। এ দেশের কৃষক দিগের জীবনোপায় বলদ ও গাড়ী এবং তাহার উপর ট্যাক্স বসিলে তাহাদের মুখের অন্নের উপর ট্যাক্স বসিবে। শক করিয়া কি বাণিজ্য ব্যবসায়ের নিমিত্ত গাড়ী কি কোন পশু রক্ষিত হইলে উহার উপর ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করায় তেমন ক্ষতি হয় নাই। নিয়ম হইয়াছে যে মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বিক্রয়ার্থে দ্রব্যাদি আনিত হইলে তাহার কর দিতে হইবে, আবার যে বাজারে বসিয়া ক্রয় বিক্রয় হইবে জমিদারেরা আবার তাহার কর গ্রহণ করিবেন, সুতরাং একটী দ্রব্যের দুই বার কর দিতে হইবে এবং এ কাহারা দিবে? এ দেশের দুঃখী প্রজারা! এ দেশের বাজারে প্রায় সামান্যাবস্থার মনুষ্যরা গৃহজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় লবণ তৈল মৎস্য খরিদ করিয়া লয়। এ ট্যাক্সটি বসিলে সম্ভবতঃ তাহারা আর প্রয়োজনীয় লবণ তৈল মৎস্যটুকু জুঠাইতে পারিবে না। কবিরাজ দিগের বৎসর ৬ টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে নিয়ম হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এদেশের কবিরাজ দিগের দুরবস্থা জানেন না, নতুবা তাহারা এ ব্যবসায়ের উপর এ রূপ ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিতেন না। অনেকে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে কবিরাজ হন এবং অনেক কবিরাজ বৎসর ছটি টাকা উপার্জ্জন করে কিনা সন্দেহ। সাধারণ উৎসবের ট্যাক্স পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা আছে তাহাতে লোকে এক রূপ আমোদ আহ্লাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। এদেশের সামান্যাবস্থার লোকদিগের পৃথিবীর কোন আমোদই নাই, তাহারা বিবাহের সময় ধার কর্জ্জ করিয়া কিছু আমোদ আহ্লাদ করে, এবং যে সমুদয় দ্রব্যের নিমিত্ত আমোদ করে, তাহার বারোয়ানা অপরের নিকট হইতে ধার করিয়া আনে। নিয়ম হইয়াছে যে বাজি পুড়াইলে কি বন্দুক ছুড়িলে যত দিন এইরূপ থাকিবে তত দিন প্রত্যহ ত্রিশ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। হাতি আনিলে পোনর এবং চারিজন বাজাদারের অধিক আনিলে দুই টাকা কর দিতে হইবে। কল গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত ছিল যে হাতি ঘোড়া আনিতে ও বন্দুক কি বাজি পুড়াইতে লোকের কি ব্যয় পড়ে। আমরা এসম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি, কারণ আগামী শনিবারে এই বিল বিধিবদ্ধ হইবে।

বিজ্ঞাপন।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়া পাউডর নামক দাউদের এক অত্যাশ্চার্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গোয়া পাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ

নং ১৫ গবর্ণমেণ্টে প্লেস।

মূল্য প্রাপ্তি

শ্রীযুক্ত বাবু লালা দৈবকী নন্দন ভবানীপুর,	৩/
" অনঙ্গমোহন চট্টোপাধ্যায় তুষভাণ ডার, রংপুর	৮/
" সর্ব্বেশ্বর ঘোষ জাঙ্গুলী	৮/
" কমলা কান্ত পাল নেউগী পুকুর, তালতলা	৬॥০
" মতিলাল ঘোষ ইনকামটাক্স আফিস কলিকাতা	২/
" গগন চন্দ্র বসু হোগলকুঁড়ে এষ্ট্রীট	৬॥০
" শশধর ভাদুরি বরিশাল	৮/
" প্রতাপ চন্দ্র ঠাকুর বরিশাল	৮/
" দয়াল চন্দ্র ঘোষ আগরা	৮/
" নওয়াখীলা সাধারণ পুস্তকালয় সম্পাদক নওখীলা বগুড়া	১০/
" উমেশচন্দ্র দাস শ্রীধর পুর যশোহর	৫/
" গঙ্গাচরণ ঘোষ কাঞ্চনটোলাতুলিয়া পোষ্টাফিশ পাকোর	৭৸০
" বিপীন বেহারী বসু শ্রীধরপুর যশোহর	২॥০
" প্রিয় শঙ্কর ঘোষ ঐ	৬/
" বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় বারাসাত	৪॥০
" ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় চাঁপাতলা	২।৵
" লোকনাথ ধর বহুবাজার	৩।০
" ব্রজলাল পালিত ইটালী	৬॥০
" কুমার মহেন্দ্রলাল খাঁ নারাজোল রাজবাটী মেদনীপুর	৪॥০
" বিষ্ণু চন্দ্র দত্ত কৃষ্ণ নগর	৮/
" উমেশচন্দ্র পাল পার্কষ্ট্রিট	৬
" মুন্সী তাযজাল হোসেন রামপুর বোয়ালিয়া	১০
" নিবারণ চন্দ্র বানরজী মানিকগঞ্জ	৮
" লাই ব্রারিয়ান শ্রীরামপুর	১০/

সংবাদ।

—ফ্রান্সে একটি কল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বারার বক্তৃতাদি অতি সহজে লেখা যাইতে পারে। এরূপ একটি কলের বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু ফরাসী বুদ্ধি দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইল। যে ব্যক্তি এই কল সৃষ্ট করিয়াছেন তাঁহার নাম জেনসোন; দুই তিন মাস পরিশ্রম করিলে এই কলের দ্বারা কাজ করা যাইতে পারে।

—পিতনিয়ার প্রামাণিক সূত্রে শুনিয়াছেন যে রাজপুত্র আলফ্রেডের এদেশে আসার যে গুজব উঠে তাহা সত্য। রাজপুত্র এখানে শুভাগমন করেন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে তিনি এখানে আইলে যে আড়ম্বর হইবে তাহার খরচটা যে আমাদের না দিতে হয়।

—কাশ্মীরের মহারাজা শ্রীনগরে একটি মেডিকাল কলেজ স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। সব আসিষ্টাণ্ট গোপালচাঁদ ও এক জন দেশীয় হাকিম তাহার প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন।

—ইণ্ডিয়ান অবজারবার বলেন যে, সম্ভবত আগামী মার্চ্চ মাসে আমাদের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর গ্রে সাহেব ফিনেনসিয়াল মিনিষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আগমন করিবেন। গ্রে সাহেবের আগমনে যে এ দেশীয় তাবতে সন্তুষ্ট হইবেন তাহা বলা বাহুল্য। সম্ভবতঃ একটি গুজব মাত্র। কারণ যিনি সমস্ত বাঙ্গলার উপর শাসন করিয়া গিয়াছেন তিনি রাজস্ব মন্ত্রির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন আমাদের বিশ্বাস হয় না।

—মাদ্রাজকে অনুন্নত দেশ বলিয়া সকলে ঠাট্টা করেন কিন্তু এই মাদ্রাজে তিনখানি দৈনিক ও এক খানি ত্র্যহিক পত্রিকা আছে। সম্প্রতি আর এক খানি ত্র্যহিক পত্রিকা সেখান হইতে বাহির হইয়াছে। আমাদের কলিকাতায় দুখানি দৈনিকের বেশী চলে না।

—কলিকাতার ন্যায় বর্দ্ধমানেও কলের জল লইবার প্রস্তাব হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইহাতে যে ব্যয় পড়িবে তাহার একটি ষ্টিমেটও করা হইয়াছে। কেবল এখন ট্যাক্স বসাইলেই হয়।

—ওহিয়োর এক জন বিবি জনৈক মদ ব্যবসায়ীর নামে ইহাই বলিয়া নালিশ করে যে সে তাহার স্বামীকে মাতাল করিয়া দিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই নিমিত্ত তাহার স্বামী আর নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে পারেনা অতএব উক্ত মদ ব্যবসায়ীকে দশ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণার্থে দিতে হইবে। এই মকদ্দমার সময় অনেক ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা পাদরী ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে জুরি তিন হাজার টাকার ডিক্রি দেন। মদ্য পান উঠাইয়া দিবার এটি মন্দ ফিকীর নয়।

—ওহাবীদিগকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট যে মকর্দ্দমা করেন তাহাতে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দেড় শত কোটি টাকা ব্যয় করিলেও ইহাদিগের কিছু করিতে পারিবেন না। ওহাবীরা রক্ত বীজের ঝাড়।

যশোহরের সবরডিনেট জজ বাবু গঙ্গাচরণ সরকারের পদোন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার অনেক পূর্ব্বে তাঁহার পদোন্নতি হওয়া কর্ত্তব্যছিল। এক্ষণ যশোহরের আর একজন হাকিম বাবু কৃষ্ণ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের পদোন্নতি হইলে আর একজন যোগ্য লোকের প্রতি সুবিচার করা হয়।

—বরোদার গুইকওয়ার বরোদার স্কুলের ছাত্রদিগের পরীক্ষার উপলক্ষে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে ইংরাজ শাসনাধীন দেশ সমুদায়ের মধ্যে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষার চর্চ্চা হইতেছে, আমিও আমার রাজ্যে তদ্রূপ বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যত্নবান হইব। অনন্তর পরীক্ষা এবং বক্তৃতাদির শেষে তিনি প্রায় ৩।৪ হাজার টাকার পুরস্কার শিক্ষকগণের ও ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ করেন।

—নাত্তপরিতে একখানি অনুর্ব্বরা ভূমিখণ্ড আছে, সেখানে বহু সংখ্যক সম বয়স্কা পারসী স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহ দিবাভাগে সমবেত হইয়া থাকে। সেস্থানে কোন পুরুষ কিংবা অপর কোন ব্যক্তির যাইবার অধিকার নাই। সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ জঘন্য ও লজ্জাস্কর কার্য্য সকল করিতে থাকে এবং নানাবিধ কুৎসিৎ ও দুর্বাচ্য বাক্য সমুদায় পরস্পরে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা এতই নির্লজ্জ যে পথিক দিগকে দেখিয়া লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহাদিগের চক্ষুর উপর অকুতোভয়ে উলঙ্গ হইয়া বৃক্ষে আরোহণ ও নানারূপ লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে থাকে। যদি কেহ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধকতা করে, তাহা হইলে সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা একত্রিত হইয়া তাহার উপর প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে থাকে, এবং সুবিধা পাইলে হয়তঃ তাহাকে উলঙ্গ করিয়া বস্ত্র খানি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। স্ত্রী লোকদিগের এইরূপ অত্যাচার নিবারণ জন্য তথাকার অনেক অনেক সম্ভ্রান্ত পারসিরা পরামর্শ করিয়া কতিপয় ডোম নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যহই সহরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করতঃ ঐরূপ দুক্রিয়াসক্ত স্ত্রী লোকদিগকে ধৃত করত তাহাদিগের আপন ২ ভবনে ধরিয়া রাখিয়া আসিতেছে। যাঁহারা স্ত্রীলোকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে ব্যস্ত তাঁহারা এদিকে একটুক দৃষ্টিপাত করিবেন।

—বারানশীর বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীবাপদেব শাস্ত্রী গত সূর্য্যগ্রহণের সময় স্থিতি ও মুক্তি যথার্থরূপ গণনা করিয়া ছিলেন বলিয়া কাশ্মীরের মহারাজ তাঁহাকে ১০০০ টাকা নগদ ও দুই জোড়া কাশ্মীর শাল প্রদান করিয়াছেন। তিনি আর ও বলিয়াছেন যে কাশ্মীর হইতে কতিপয় পরিশ্রমী ভাল ছাত্র উক্ত অধ্যাপকের নিকট দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত পাঠান হয়।

—নিজ কলিকাতায় ২৭৫ খানা ও উহার উপনগর সকলে ২৭৭ খানা সর্ব্ব সাকল্যে ৫৫২ খানা মদের ও তাড়ির দোকান আছে।

—হাইদার বাদের পুলিশে যত লোক আছে তাহার অধিকাংশই বদ মায়েশ ও ডাকাইত। ১৭৬৮ সালের শেষে উক্ত বিভাগে প্রায় দুই শত ঠগ ও ডাকাইত ছিল। চোরের হাতে চুরি নিবারণের ভার—হাইদ্রাবাদের কর্ত্তৃপক্ষদের কি বুদ্ধির জোর!

—৭১ অব্দের পুলিশ রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে কলিকাতায় মোট অধিবাসী সংখ্যা সাড়ে চারি লক্ষ লোক। ইহাদের মধ্যে ৮৯২০ ইউরোপীয়ান; ১৪৪৮০ ইউরসিয়ান ও ফিরিঙ্গি; ৯২০ আরমেনিয়ান; ৪০ গ্রীক; হিয়ুদীয় ৮৮০, পারসী ১২০; মুসলমান ১৩৭; হিন্দু ৩০৮২৮০; চীন ২০০; অন্যান্য আসিয়াটিক ১৮০০; ও আফ্রিকান ৪০।

—এক খানি ইংরেজী পত্রিকায় মশার কামড় সম্বন্ধে এই রূপ লেখা হইয়াছে। হাতীর ন্যায় মশার একটি শুঁড় আছে। অবশ্য অত বড় নয়, কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রায় অত বড় দেখায়। হাতী শুঁড়ের দ্বারা যত কাজ করিতে পারে, মশা অবশ্য তত পারে না, কিন্তু উহা বিলক্ষণ ত্যক্ত করিতে পারে। মশার দাঁত নাই, সুতরাং মশাতে কামড়ায় এ কথা বলা সংগত নয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় যে মশার শুঁড়ের ভিতর এক জোড়া কাঁচির ন্যায় দুটি পদার্থ আছে। উহা অতি সুন্দর ও সুতীক্ষ্ণ। উহা দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এ দুটি অতি কমল পদার্থ ও পাশা পাশি হইয়া সরল ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। যখন মশকেরা আমাদিগের রক্ত পান করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা পাখা নাড়াইয়া সুন্দররূপ গান করিতে থাকে। আমরা যদি কিছু না বলি, তবে মশা আস্তে২ আমাদের গাত্রের এক স্থানে আসিয়া উপবেশন করে। তৎপর শুঁড় হইতে কাঁইচির ন্যায় দুটি পদার্থ বাহির করিয়া উহা দ্বারা একটি ছিদ্র খনন করে ও মনের সাধে রক্ত চুষিয়া পান করিতে থাকে। মষক শুধ রক্ত চুষিয়াই যে ক্ষান্ত দেয় এরূপ নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণা স্বরূপও আমাদের কিছু দিয়া যায়। উহার শুঁড়েতে দুটি বিষের থলিয়া আছে—একটি ছোট, একটি বড়। রক্ত চুষিয়া লইয়াই ছোট থলিয়ার বিষখানি ক্ষত স্থানে ঢালিয়া দেয় অমনি সেই স্থান দুপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। মশার কামড়ের যে এত যন্ত্রণা সে কেবল এই বিষের জন্যে এই বিষ অত্যন্ত তেজস্কর। ক্ষত স্থানে এই বিষ যত বেশি পড়ে, তত আমাদের কষ্ট। মশা যদি একটি বিড়ালের ছানার ন্যায় বড় হইত ও সেই পরিমাণে উহার বিষ তেজস্কর হইত, তাহা হইলে মশার কামড়ে মানুষ মরিয়া যাইত।

—কলিকাতায় পাঁচ টাকার নোট প্রচলিত হইয়াছে। লোকে তামাসা দেখিবার জন্য পাঁচ টাকার নোট ক্রয় করিবার নিমিত্ত এরূপ উৎসুক হইয়াছে যে আজ কয়েক দিন করেন্সী আফিসে ইহার নিমিত্ত প্রায় লোক ধরিতেছে না। ইহা দেখিতে ঠিক প্রচলিত নোটের মত তবে আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট॥ প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিসর॥

—ভাগলপুরের লাউস সাহেব সেসন জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন॥ ইনি একবার যশোহরে এই পদে কিছু দিনের নিমিত্ত নিযুক্ত হন এবং সে সময় আমাদের সঙ্গে ইহার চিনা পরিচয় হয়॥ আমাদের বিশ্বাস যে ইঁহার মত ভদ্র সিবিলিয়ান অতি কম আছেন॥

—সিমলার নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র নদীতে তিনটী হীরক খণ্ড পাওয়া গিয়াছে॥ একে সাহেবদের সিমলা মুখো স্বাভাবিক টান, তাতে আবার হীরকের লোভ, এবার বোধ হয় সিমলায় আর সাহেব ধরিবে না॥ সাহেব মহলে হুল স্থুল পড়িয়া গিয়াছে॥

—বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত স্মৃতি অধ্যাপকের পদে বাবু শ্যামা চরণ সরকার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সেনেট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। উক্ত পদের নিমিত্ত বারিষ্টার গুডিফ সাহেব ও পিফার্ড সাহেব প্রার্থিত ছিলেন॥ বাবু শ্যামা চরণকে মনোনীত করিয়া সেনেট সমস্ত বাঙ্গালিকে সম্মান প্রদান করিলেন॥

—মানুষের অনেক শত্রু আছে। তন্মধ্যে উঁই আর ইঁদুর কমনয়। ইঁদুর এবং উঁই কর্ত্তৃক কত দ্রব্য নষ্ট হয় তাহার একটি তালিকা একবার কোন ফরাসিস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উহাতে জানা যায় যে এই উপদ্রব কারী প্রাণী দ্বয় কর্ত্তৃক ফ্রান্সের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার দ্রব্য নষ্ট হয়। ইঁদুর মারার বিস্তর কল সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু উঁই বধ করিবার তেমন ভাল যন্ত্র নাই॥ সম্প্রতি মেজর ফর্বস সাহেব উঁই নষ্ট করিবার একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন॥ উহা কত দূর কার্য্যকারী হইয়াছে তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রিট ৭ নং বাটীতে বারনস এবং কোং দোকানে এই ঔষধ বিক্রয় হইয়া থাকে॥

—বেঙ্গাল টাইমস বলেন যে, বরিশালের ফেরাজীরা এক জোঠ হইয়া বলিতেছে যে নির্দ্দিষ্ট খাজনা ছাড়া তাহারা এক পয়সাও জমিদারকে দিবে না॥ এই নিমিত্ত কয়েকটি দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে ও খুন জখমও হইয়াছে॥ বরিশালের প্রসিদ্ধ ফরাজী দুদু মিয়া একবার হুলুস্থুলু বাধাইয়া দিয়া ছিল, ইহারা যদি দুদু মিয়ার শিষ্য হয়, তবে জমিদারেরা সাবধান!

—এক খানি ফরাসী পত্রিকায় এই শোচনীয় ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে। কারাকাসার আঙ্গেলিনা নামক এক জন ভদ্র মহিলার উপর জনেক মুলাটোর (ফিরিঙ্গির) প্রগাঢ় ভাল বাসা জন্মে। আঙ্গিলিনা এক জন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের প্রেমে আবদ্ধ হন ও তাহাকে বিবাহ করেন। ইহাতে মুলাটোর ভাল বাসা না কমিয়া আরো বৃদ্ধি হয় ও ক্রমে সে প্রায় পাগলের মত হইয়া উঠে। আঙ্গিলিনার স্বামীর একটি বেলুন ছিল। উহা রজ্জুর দ্বারা মাটিতে আবদ্ধ থাকিত। কখন কখন ভদ্র মহিলা ও পুরুষেরা উহার উপর আরোহণ করিতেন ও কিঞ্চিৎ দূর শূন্য মার্গে গমন করিয়া আবার অবতরণ করিতেন, আঙ্গিলিনা অনেক সময় ইহাদের সঙ্গে থাকিতেন। এক দিন তিনি একাকী বেলুনের মধ্যে বসিয়া আছেন॥ বেলুনটি মৃত্তিকা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। ইতি মধ্যে উক্ত মুলাটো দ্রুত বেগে আসিয়া বেলুনের দড়ি কাটীয়া দেয় ও লম্ফ দিয়া আপনি বেলুনের উপর উঠিয়া বসে॥ তুর্ণ গতিতে বেলুনটী উর্দ্ধ মুখে চলিল ও কিয়ৎ ক্ষণ পরে অদৃশ্য হইয়া গেল॥ আটলানটিক মহা সমুদ্রের ধারে উহা পতিত হয়। কয়েক জন পর্টুগিজ উহার নিকট গিয়া দেখে যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই মানব লীলা সংবরণ করিয়াছে॥ মুলাটো গুলি খাইয়া মরিয়াছে ও আঙ্গিলিনা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে॥ বোধ হয় মুলাটো আঙ্গিলিনার সতীত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আঙ্গিলিনা বাধা দেওয়ায় সে আত্ম হত্যা করে। আঙ্গিলিনার কয়েক দিন এই শবের সঙ্গে বাস করিতে হয় ও এমনও বোধ হয় যে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আঙ্গিলিনা মুলাটোর মাংস ভক্ষা করিবার চেষ্টা করে কিন্তু ঘৃণায় তাহা পারিয়া উঠে না ও অবশেষে বিনা আহারে দেহ ত্যাগ করে।

—কাবুলের আমীর ক্রমে বিলাতি সভ্যতা নিজ দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি আফগান দিগকে তিনি ওয়াচ ঘড়ী প্রস্তুত করা শিখাইবার নিমিত্ত যত্নবান হইয়াছেন। এক জন আফগান উহা শিখিয়া আসিয়াছেন ও তিনি অন্যান্য আফগান দিগকে ঘড়ী প্রস্তুত করা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমীর তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আফগানেরা এই নূতন সভ্যতার দরুন খেপিয়া না উঠে।

—এক খানি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে বিদ্যুতের গতি এরূপ দ্রুত যে উহা এক সেকেণ্ডের মধ্যে পৃথিবী হইতে চন্দ্র লোকে গমন করিতে পারে। এক্ষণ প্রশ্ন হইতেছে, মনুষ্য শরীরে বিদ্যুতাঘাত হইলে কত সময়ে উহা স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইতে পারে। অবশ্য উহাতে মোটেই সময় লাগে না বলিলে হয়। বিদ্যুৎ পতন হইবা মাত্র দেহ জীবন শূন্য হইয়া পড়ে। প্রোফেসর টিনডেল বলেন যে, বিদ্যুতের আঘাত দ্বারা মৃত্যু যেরূপ সহজ ও কষ্ট শূন্য এমন আর কিছুই নয়। তিনি এক দিন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে দৈবাৎ একটি বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাপ্ত হন। তৎক্ষণাৎ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং কোন রূপ কষ্ট তাঁহার বোধ হইতে ছিল না। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর তাহার জ্ঞানের উদয় হইল, কিন্তু চক্ষের স্বাভাবিক দীপ্তি প্রাপ্ত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন যে যত প্রকার মৃত্যু আছে তন্মধ্যে বজ্র পতনে মৃত্যু তিনি শ্রেয় জ্ঞান করেন।

—ছোট নাগপূরের পরিমাণ ফল আট হাজার বর্গ মাইল। ইহাতে সাত শত গ্রাম আছে। মোট অধিবাসীর সংখ্যা দশ লক্ষ, ও ইহার অধিকাংশই কোল জাতীয়।

বিবিধ

তামাক ভারত!

জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মুনে! বিস্তীর্ণ মহাভারতের তাবৎ বিষয় বর্ণন করিলেন; কিন্তু কোন স্থানে তামাকের উল্লেখও করিলেন না। অতএব উহার কিরূপে উৎপত্তি ও কিজন্যে মনুষ্যের ব্যবহৃত হইয়াছে আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন মহারাজ! উহা তামাক ভারত নামে এক স্বতন্ত্র মহাকাব্য হইয়াছে; আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুণ।

একদা গন্ধর্ব্ব নগরে দেবতাদিগের এক সভা হইয়াছিল। সেই সভায় ৩৩ কোটি যাবতীয় দেবতারা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে এক বাহক ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিল। গণপতি পরিশ্রান্ত বাহককে দেখিয়া দয়াদ্র চিত্তে দেবগণ উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন হে দেবগণ! আপনারা অনুকম্পা করিয়া লোকের পরিশ্রম নাশের উপায় করিয়া দিউন। গজাননের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা উঠিয়া কহিলেন গণপতি! আমি লোকের হিতার্থী এই কমণ্ডলু সমর্পণ করিলাম, এই বলিয়া তিনি কমণ্ডলু সমর্পণ করিলেন। তৎপরে চক্রধারী বিষ্ণু উঠিয়া কহিলেন হে দেবগণ! আমার আর কিছুই নাই; কেবল কৃষ্ণ অবতারের এই বাঁশি অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব আমিও ইহা লোকের জন্যে প্রদান করিলাম; এই বলিয়া তিনি বংশীটি ঠিক কমণ্ডলুর উপর সংস্থাপন করিলেন। এই সকল দেখিয়া মহাদেব মহা ফাঁফরে পড়িলেন, দেখেন যে তাঁহার দেবার কিছু নাই। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন পুত্র! আমার আর কিছুই নাই; অতএব আমার প্রধান অলঙ্কার এই ধুতুরা পুষ্প নেও। এই বলিয়া তিনি পুষ্পটী বংশীর উপর সংস্থাপন করিলেন। অগ্নি অনন্যোপায় হইয়া লোক হিতার্থে ঐ পুষ্পোপরি আরোহণ ও বরুণ দেব কমন্ডলুতে প্রবেশ করিলেন। অতপর গজানন আপনার শুণ্ড কর্ত্তন করিয়া উহাতে স্থাপন করিলেন এবং খাঁদা স্বরে কহিতে লাগিলেন "যিঁনি আঁজ অঁবধি আঁমার এঁই শুঁড় (নল) পঁরিশ্রমের পর মুখ দিঁয়া টাঁনিবেঁন তাঁহাকে আঁর পঁরিশ্রম জঁনিত কঁষ্ট পাঁইতে হঁইবেঁ না। মহামুনি নারদেব সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখিলেন কমণ্ডলু প্রভৃতি দ্বারা এক অপূর্ব্ব তীর্থ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ঋষি আর বিলম্ব না করিয়া কমণ্ডলু মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং হরিবোল্, হরিবোল হরিবোল্ রব করিতে লাগিলেন।

২রা শ্রাবণ } বশম্বাদ
শিবহাটী } শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী

পত্র প্রেরকের প্রতি।

কোন গ্রাহক, চাট মোর—আপনি যে বিষয় লিখিয়াছেন তাহা কেবল লোকের মুখে শুনা; বিশেষ তদন্ত করিয়া ইহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিয়া দেখিবেন ও পরে আমাদিগকে লিখিবেন।

কালীপদ চৌধুরী, বড়িশা—এখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় হইবার সমুদায় আয়োজন হইয়াও একটি মস্ত বাধা পড়িয়াছে! বিগত জুন মাসের কলিকাতা গেজেটে দাতব্য স্বাক্ষরকারী গণের মধ্যে কেবল জন কয়েকের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, এজন্য বাঁকি স্বাক্ষরকারীরা দাতব্য দিব না বলিয়া এক জুঠ হইয়াছেন। এটি ভারি দুঃখের বিষয়।

আপনার সেই দর্শক, তমলুক—আপনার পত্র খানি ছাপিতে পারিলাম না, মাপ করিবেন, এক বিষয় পুন পুন ছাপিলে লেখক ও তাহার গুটি কয়েক বন্ধু ছাড়া আর কাহার নিকট উহা ভাল লাগে না।

বেনী মাধব দাস, কৃষ্ণনগর—আপনার পত্র খানি সমুদায় পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না, উহা এরূপ দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা। বৃথা আড়ম্বর না করিয়া সংক্ষেপে স্থূল২ বিষয় গুলি লিখিয়া পাঠাইবেন।

এক জন স্পষ্ট বক্তা, বারুইপুর—স্থানাভাব।

বেনয়ারী লাল মুখোপাধ্যায়, সৈদাবাদ—স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন।

জনেক কুমারখালী বাসী—আপনার পত্রের সারত্ব কছু নাই।

কস্যচিৎ পাঠক—যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি অল্প লোকের নিকট প্রীতিকর।

এক জন আসামীয়া, গোহাটি—ভাষা বোধগম্য হইল না; যাহা কিছু বুঝা গেল, তাহাতে পত্র খানি গ্লানি সূচক বোধ হইল।

শ্রীকুমোদ নাথ রায়—"বাহির সিমলা প্রার্থনা সমাজ" নামক সভায় বাবু নন্দ মোহন চট্টোপাধ্যায় এক টাকা মাসিক দান করায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন।

সম্পাদক, নোয়াখিলা—লিখিয়াছেন যে বগুড়া নোয়াখিলায় একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে।

প্রেরিত।

মুছলমানেরাই সৌভাগ্যশালী!

আমি আপনার পত্রিকার এক জন নিয়মিত পাঠক। আপনার পত্রিকার প্রশংসা করিতে আমি দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করি না। এই পত্রিকার প্রতি পংক্তিই আপনার দেশ হিতৈষিতার পরাকাষ্টা বিষয়ে সম্যক পরিচয় প্রদান করে। আপনার পত্রিকা পাঠান্তে কোন সহৃদয় ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন যে, দেশের যে কোন অনিষ্টই সঙ্ঘটিত হউক না কেন, আপনি প্রত্যেকেরই নিমিত্ত যথার্থ দুঃখিত ও তৎ সমুদয় নিরাকরণার্থে প্রাণ পণে যত্নশীল। মনুষ্যের স্বাভাবিক একটী ভাব এই যে, যাহারা তাহাদের দুঃখে দুঃখিত ও তদপনোদনার্থে সযত্ন, তাহাদেরই নিকট সন্তাপিত ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিজ সন্তাপ বিবরিত করে ও তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়। এই অভিপ্রায়েই আমি আপনার সমক্ষে উপস্থিত, নিজ দুঃখ বিবরণে উদ্যত, দেখি কত দূর সুস্থতা প্রাপ্ত হই।

বোধ হয় আপনি ২০এ আষাঢ় তারিখের কলিকাতা গেজেট পাঠ করিয়া অবগত আছেন যে ১৮ই শ্রাবণ তারিখে কিম্বা তৎ পূর্ব্বে, হুগলি কলেজে "ইণ্ডিয়ান সিবিল সর্বিস" নামে এক বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইবে। উক্ত পরীক্ষায় অবারিত দ্বার, উহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে মুসলমান দিগকে এক টাকা ও হিন্দু দিগকে ৫ টাকা বেতন প্রদান করিতে হুকুম হইয়াছে। ইহার কারণ কি? মহম্মদ মহসিনের প্রদত্ত টাকা দ্বারা এই বিভাগ পোষিত হইবে না, তবে মুসলমান দিগের প্রতি লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের পক্ষপাতিত্বের কারণ কি? ন্যায়ের একটী অঙ্গ অনুমান; এস্থলে অনুমান দ্বারা কারণ নিষ্পীড়ন করিতে হইল। মুসলমানেরা সময়ের সেবা করে, যে দিকে জল পড়ে সেই দিকেই ছাতি ধরে, এই কি ঈদৃশ আচরণের কারণ। সম্পাদক মহাশয়, যাহারা শিক্ষা বিভাগের চূড়ামণি বলিয়া গৌরব করেন, তাহারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করেন যে হিন্দুরা বহু দিবসাবধি গবর্ণমেণ্টের প্রসাদ ভোগ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মুসলমানেরা অগ্রে ভোগ করিতে পারে নাই তজ্জন্য লেপটেনেণ্ট গবর্ণর তাহাদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেছেন। আমরা বলি, সে সকল প্রসাদ কি কেবল হিন্দুদের প্রতি নিয়োজিত ছিল? মুসলমান দিগের কি সেই সকল ভোগ করিতে কোন বাধা ছিল? যাহারা এই কারণ উদ্ভাবন করেন, তাহাদের বুদ্ধি কি অগাধ। আপনার ২১এ তারিখের পত্রিকাতে পাঠ করিলাম যে "ক্যাম্বেল সাহেবের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী ছাড়া আর সকলেরই প্রতি অনুগ্রহ আছে"। লেপটেনেণ্ট গবর্ণরের এ বিষয়ে ঈদৃশ আচরণ এই কারণ হইতেই কি উদ্ভুত হইয়াছে? সম্পাদক মহাশয়, এই রূপে নানা অনুমান করিয়া গোলক ধাঁধায় পড়িয়াছি, আপনি যদি ইহা হইতে আমাকে পরিত্রাণ করেন, তাহা হইলে পরম বাধিত হই।

২৭ আষাঢ় } জনৈক নব্য উদিত দেশ হিতৈষী
সন ১২৭৯ } চন্দন নগর (ফ্রেন্স)।

নীলকর।

সম্পাদক মহাশয়!

আমরা পূর্ব্বাপর নীলকুটির সমস্ত ব্যবহারই অবলোকন করিয়া আসিতেছি কিন্তু উহার কার্য্যাকার্য্য জনিত অত্যাচারের প্রবলতা ভিন্ন কোন ক্রমেই হ্রাস দৃষ্ট হয় না। নীল কুটির সাহেবগণ ইদানীন্তন কালের ভাব গতিক অবলোকন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু শান্ত স্বভাব হইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাদিগের কর্ম্মচারি গণের অত্যাচার সন্দর্শনে আমাদিগের মনে সাতিশয় কষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের আত্ম গরিমায় লোক সমুদয় অস্থির হইয়াছে, তাহাদের আচার ব্যবহারে বোধ হয় যেন তাহারা আপনাদিগকে সর্ব্বে সর্ব্বা মনে করিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই গ্রামে একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

নীলকুঠিয়াল গেলাসকট্ সাহেবের একজন কর্ম্মচারী কৃষ্ণলাল সরকার হাঁড়ি আনিবার জন্য গ্রাম বাসী কুম্ভকার দিগের নিকট দুইজন পেয়াদা প্রেরণ করেন। একজন কুম্ভকার বিনা মূল্যে হাঁড়ি দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় উহাকে উক্ত পেয়াদা সাহেব দ্বয় বিলক্ষণ প্রহার পূর্ব্বক হস্ত বন্ধন করিয়া গ্রামের কাছারিতে সরকারজির নিকট লইয়া উপস্থিত হইলে গোমস্তা কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া হস্ত দ্বয় বন্ধন করিয়া রাখেন এবং কিয়ৎকাল পরে ৪ টাকা জরিমানা করিয়া উহা আদায় জন্য উক্ত পেয়াদাগণ সমভিব্যাহারে উহাকে বাটী যাইতে বলেন। পথিমধ্যে দামুড়হুদা থানার সবইনেসপেক্টর শ্রীযুক্ত যতে আলি খাঁ মহাশয় কুম্ভকারের নিকট আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া নিজ উদার চরিতা ও অপক্ষ—পাতিতা প্রকাশ পূর্ব্বক উহাকে যমদূত গণের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। পরে ঐ ব্যক্তি চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের নিকট অভিযোগ করে। সুবিচারক মাজিষ্ট্রেট গোমস্তাকে সাত দিন ও পেয়াদাকে এক মাস কারাবাসের হুকুম দেন ও ৬০ টাকা জরিমানা করেন।

এই বিচারে আমরা যে কতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে অক্ষম এত দিন পরে বোধ হয় এই গ্রামের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইলেন এতদিনে প্রজাদিগের অদৃষ্টে বুঝি সুগ্রহের দৃষ্টিপাত হইল এবং এত দিন পরে তাহাদের প্রতি জগদীশ্বর কৃপা দৃষ্টি প্রক্ষেপ করিলেন। প্রায় গত চারি বৎসর পর্য্যন্ত এই গ্রাম বাসি প্রজাগণের সহিত কুটিয়াল গেলাসকট সাহেবের যত মোকর্দ্দমা হইয়াছে সেই সমুদায় গুলিতেই প্রজাগণ পরাস্থ হইয়াছে। চারিবৎসর পরে এই মকর্দ্দমা প্রজার পক্ষে প্রথম জয়, ইহার কারণ অদৃষ্টের গ্রহ প্রবর্ত্তন ও আদালতের বিচারকের স্থানান্তর। ইতি পূর্ব্বে এই চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় এক মহাত্মা বিরাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম পক্ষপাতী কটন, অতি অল্প দিন হইল তিনি দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তাহার সময়ে প্রজাগণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি পড়িয়াছিল ও বহুসংখ্যকপ্রজা ধনে মানে বিনষ্ট হইয়া আলয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিয়াছে এবং অনেকেই নীলকরের পদানত হইয়াছে, কিন্তু তিনি শুভদৃষ্ট বশতঃ স্থানান্তরিত হইলে পরে উক্ত পদে মাননীয়, সদাশয় সি, ইসি যেরিংটন মহোদয়ের আগমন হইয়াছে। তাহার শুভাগমনেই যে দুই একটী মোকর্দ্দার বিচার হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমরা পরম উপকৃত ও প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এপ্রকার সুবিচার আমরা বহু দিবস দেখিতে পাই নাই। সাহেব মহোদয় যেরূপ স্থির মতি, বিচার বিশারদ অপক্ষপাত দেখা যাইতেছে যদি কোন প্রকার কুহকে পতিত না হইয়া ঐ অবস্থায় অটল থাকেন তাহা হইলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ জন্ম মনে করি। কিন্তু যেরূপ অদৃষ্টের জোর তাহাতে এইরূপ আশা করিলে আমাদিগের মনে আশঙ্কার উদ্রেক হয়, কি জানি। যাহা হউক আমরা কায়মনোবাক্য সতত ঈশ্বর স্থানে ইহার এখানে চিরস্থায়ীত্বের প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে ইনি আমাদিগের নবোহিতা আশালতাকে দারুণ কুঠারে প্রপীড়িত না করেন ইতি।

জয়রাম পুর
সন১২৭৯ সাল তারিখ
৩০ আষাঢ় } যোগেন্দ্র চন্দ্র মৌ

বিজ্ঞাপন।

"আশা মরীচিকা,,

ভবন্ধ্য কাব্য

কলিকাতা আম হার্ষ্ট ষ্ট্রীট ১১৫নং ভবনে শ্রীযুক্ত যদু গোপাল চট্টোপাধ্যায় এবং কোম্পানির ছাপা খানায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে॥ মুল্য; ডাক মাশুল সমেত ১৵।

ভারতবর্ষীয় চুক্তির (১৮৭২ সালের ৯) আইন নানা ইংরাজী পুস্তকোদ্ধৃত প্রয়োজনীয় বিষয় ও উচ্চতম আদালতের নজীর সম্বলিত॥ মূল্য স্বাক্ষর কারীগণের প্রতি (ডাক মাশুল ব্যতীত) ৩ টাকা॥ নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ
বরিশাল স্কুল।

নানা রহস্য সংযুক্ত "ভ্রান্তি রহস্য নাটক" মূল্য এক টাকা, ডাক মাশুল ।০ আনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে "আমার গুপ্ত কথার" পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

শ্রী বেণী মাধব ঘোষস্য

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মুল্য ২।৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১॥০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১
সধবার একাদশী প্রহসন	১
বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১
দ্বাদশ কবিতা	॥০

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রোজারিও কোর, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়াযায়। মূল্য ৸০ ডাক মাসুল ৵। (২৩)

সর্পাঘাত।

মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মাল বৈদ্যদের হাতে রোগী মরে না ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মূল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

পাবনা মেডিক্যাল হল।
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার।
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনক্লেশে কাল যাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন॥

গরমির পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয়, অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণ, শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণ শক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে॥

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে। ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারা শক্তি বৃদ্ধি হইবে শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এমহৌষধি গ্রহণ ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিতরূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই॥

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ্য রাখিতে চাহেন, তাঁহারা রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধি পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব॥

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার।
হেয়ার প্রিজারবার।
অর্থাৎ

(যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্ল কেশ যদ্দ্বারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণ বর্ণ হয়]

হেয়ার প্রিজারবার কিছু দিন প্রণালীপূর্ব্বক ব্যবহার করিলে শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে, এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত স্বাস্থ্যাবস্থা হইবে॥

ইহার প্রতি সিসির মূল্য " " ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত " " ১।৵ ঐ

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার।
হিম সাগর তৈল।

শির শূল রোগের পক্ষে বায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে এতৈল মহোপকারী।

ইহার প্রতি সিসির মূল্য " " ১, টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত " " ১।৵ ঐ

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার।

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক মাত্রা এক বিন্দু হইতে কুড়ি বিন্দু পর্য্যন্ত মূল্য আদ ঔন্স সিসি এক টাকা ও ১ ঔন্স সিসি ১ টাকা ও ২ ঔন্স সিসি ১॥০ টাকা, ডাক মাসুল প্রত্যেকের ।০

বিলাতি যত প্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহাপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শুল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ বহুমুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধি বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে প্রস্তুত আছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাঁহারা পোষ্টজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান॥

সংগীতসমালচণা

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত সেতারা, মৃদঙ্গ এসরাজ প্রভৃতি যিনি যাহা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হরমোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

মনোরমা নাট।

সামাজিক বিষয়ক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত

মূল্য১ টাকা

বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজটরিতে পাওয়া যায়।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলে
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাষিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
প্রতিমাসে	৸	৸৵
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵
চতুর্থ ও ততোধিকবার	।১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত টাকার অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার যাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্র নাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়